বিএনপি-জামায়াতকে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ

জাবির দুই ভবনে ছাত্রলীগের তালা

জাবি প্রতিনিধি
১৬ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১৫ মার্চ ২০২৩ ১১:৫২ পিএম

15 Shares

advertisement

উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াতকে পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগ এনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) প্রশাসনিক ভবন ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে তালা দিয়ে অবরোধ করেছে শাখা ছাত্রলীগের একাংশ।

advertisement

গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসে ছাত্রলীগের বিভিন্ন হলের ২০-২৫ জন নেতাকর্মী উপস্থিত হয়ে অবরোধ শুরু করেন।

এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বলেন, পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. সালাউদ্দিন বিএনপি আমলে বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার নামে ২০১৩ সালে বিএনপির প্যাডে স্বাক্ষর সংবলিত বিবৃতিও ছিল। তাকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিসে নিয়োগের মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াতের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে।

advertisement

ঘটনাস্থলে উপস্থিত শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মো. এনামুল হক বলেন, আমাদের দাবি একটাই বিএনপি-জামায়াতপন্থি কাউকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখতে চাই না। অবিলম্বে তাকে এ পদ থেকে অপসারণ করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কাউকে বসাতে হবে।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আ স ম ফিরোজ উল হাসান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ আহমেদসহ শিক্ষকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অপসারণের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে দুপুর সাড়ে ১২টায় অবরোধ তুলে নেন ছাত্রলীগ কর্মীরা। এ ব্যাপারে জানতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. সালাউদ্দিন বলেন, বিএনপি আমলে আমার নাম ব্যবহার করে আমার অজান্তেই একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপারটা

আমার অজ্ঞাতসারেই ঘটেছে। আমি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে কখনোই জড়িত ছিলাম না।

এরপর দুপুর ১টার দিকে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান লিটনের উপস্থিতিতে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করেন তারা। ইতিহাস বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার অভিযোগ তোলেন। এ সময় উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার, প্রক্টরসহ প্রশাসনিক অন্য সদস্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান। পরে উপাচার্যের সঙ্গে আলোচনার শর্তে বিকাল সাড়ে ৩টায় প্রশাসনিক ভবনের অবরোধ তুলে নেন তারা।

শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল বলেন, কোনো বিতর্কিত নিয়োগ বোর্ড আমরা চাই না। বিভিন্ন সময়ে আমরা উপাচার্যের কাছে যৌক্তিক দাবি নিয়ে এসেছি। কিন্তু উপাচার্য আমাদের কোনো দাবিই আমলে নেননি। ডেপুটি রেজিস্ট্রার থেকে শুরু করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, হল প্রভোস্ট সব জায়গায় বিএনপি-জামাতপন্থিদের বসানো হচ্ছে। আমরা চাই মেধাবীদের নিয়োগ দেওয়া হোক। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি কোনো সুযোগ-সুবিধা পাক এটা আমরা চাই না।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নূরুল আলম বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সবাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বিশ্বাসী। যারা আগে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন আমি চাইলেই এখন সরিয়ে দিতে পারি না। যেসব ডিন ইলেকশনে নির্বাচিত, তারা পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বে থাকবেন। আর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. সালাউদ্দিন দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে আওয়ামীপন্থি রাজনীতি করেছেন।

15
Shares